



93251 - সঞ্চিত সম্পদে যাকাতের বধিান কী?

প্রশ্ন

আমি বসবাসের করার জন্য এমন একটা ফ্ল্যাট কনিচ্ছে, যটা নির্মাণ শেষে না হওয়া পর্যন্ত কসিতিতে বকিরি হয়। আমি অগ্রমি কছি পরশিোধ কনিচ্ছে। আর ব্যাংকে ফ্ল্যাটের অবশিষ্ট মূল্য সঞ্চিত করে রেখেছি। এই সঞ্চিত সম্পদে কি যাকাত আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না? আর অগ্রমি যা পরশিোধ করলাম সটোর ক্ষত্রে কী হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যদি সম্পদে যাকাত আবশ্যিক হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায় অর্থাৎ নসোব পরিমাণ হওয়া এবং বছর পূর্ণ হওয়া তাহলে তাতে যাকাত আবশ্যিক হবে; যদিও এই সম্পদ সঞ্চিত করা হয় বিশেষ কোন প্রয়োজনে যমেন- আবাসন, শিক্ষা বা খরচাদি।

শাইখ ইবনে বায রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “আমি আমার প্রতি মাসে বতেন থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত করি। আমার উপর কি এই সম্পদে যাকাত আবশ্যিক হবে? উল্লেখ্য, আমি আমার একটা বাড়ি নির্মাণের জন্য এবং শীঘ্রই বয়িে করার লক্ষ্যে মোহরানার ব্যবস্থা করার জন্য সম্পদ সঞ্চিত করছি। আরও উল্লেখ্য, আমি কয়কে বছর ধরে একটা ব্যাংকে এই সম্পদ সঞ্চিত করছি। কারণ এটা সঞ্চিত করার জন্য আমার ভিন্ন কোনও স্থান নাই।”

তিনি রাহমিহুল্লাহ উত্তর দনে: “ববাহ, বাড়ি নির্মাণ বা অন্য কোনও কাজে সঞ্চিত সম্পদে যাকাত আবশ্যিক হবে যদি সটো নসোব পরিমাণ হয় এবং বর্ষপূর্তি ঘটে। হোক সটো স্বর্ণ বা রৌপ্য বা কাগুজে মুদ্রা। কারণ (শরয়ী) দলীলগুলোর সার্বকি ভাব নসোব পরিমাণ ও বর্ষপূর্তি হয় এমন সকল সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া।

আর সুদী ব্যাংকে সম্পদ রাখা জায়যে নাই। কারণ এর মাধ্যমে সুদী ব্যাংককে পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সাহায্য করা হয়। চূড়ান্ত জরুরী পরিস্থিতিতে যদি সুদী ব্যাংকে রাখতেই হয় তাহলে বধিে হবে; কনিতু কোন মুনাফা নেওয়া ছাড়া।”[‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (১৪/১৩০) থেকে সমাপ্ত]

তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “একজন মানুষ বয়িে করার জন্য সম্পদ সঞ্চিত করছে সে কি যাকাত দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে?”

তিনি উত্তর দনে: “বয়িরে নয়িত করলেও তার উপর থেকে যাকাত মওকুফ হবে না। অনুরূপভাবে কটে যদি ঋণ পরশিোধ করা,



জমকিনি ওয়াকফ করা কথিবা দাস কনি মুক্ত করার লক্ষ্যে সম্পদ সঞ্চেয় করে, তার ক্ষত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। বরং সবার উপরই যাকাত আদায় করা আবশ্যিক যদি সঞ্চেতি সম্পদরে বছর পূরণ হয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু যাকাত আবশ্যিক করছেন, কনিতু এমন উদ্দেশ্যগুলোকে যাকাত মওকুফকারী হিসেবে গণ্য করনেন। যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে; হ্রাস করে না। যাকাত সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, ব্যক্তিকিও পরিশুদ্ধ করে। যমেনটা আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন: “তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য দোয়া করো।” [সূরা তাওবাহ: ১০৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কোন দান সম্পদরে হ্রাস করে না।” [মুসলমি (২৫৮৮)][‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (১৪/১২৬)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সংকলনে রয়েছে (৯/৩৮১):

“বাড়ী নির্মাণের জন্য সঞ্চেয়কৃত সম্পদরে যদি বছর পূরণ হয় এবং সটো এককভাবে কথিবা অন্য কোনো যাকাতী সম্পদ তথা নগদ মুদ্রা বা ব্যবসায়িক পণ্যের সাথে যুক্ত করলে যদি নসোব পরমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজবি হবে।” [সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। আমরা (41805) নং প্রশ্নোত্তরে তার ফতোয়া চয়ন করছি।

আলমেদরে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী যে ব্যক্তির উপর ঋণ আছে তার সম্পদেও যাকাত ওয়াজবি হবে। অনুরূপভাবে যার দায়ে বলিম্বে পরশিোধযোগ্য বড় বড় কসিত আছে তার সম্পদেও যাকাত ওয়াজবি হবে। বলিম্বে পরশিোধযোগ্য ঋণ সঞ্চেতি সম্পদে যাকাত ওয়াজবি হওয়াকে বাতলি করবে না, যদি সম্পদ নসোব পরমাণ হয়। কারণ যাকাত এমন একটি ইবাদত যা যার হাতে সম্পদ আছে তার উপর আবশ্যিক হয়— যাকাত প্রদানের নির্দেশম্বলতি আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে। ইতঃপূর্বে 22426 নং প্রশ্নোত্তরে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনার উপর ওয়াজবি হল সঞ্চেতি সম্পদরে যাকাত আদায় করা। আর বাড়ী কিনোর জন্য আপনি অগ্রমি যা দিয়েছেন সটোর যাকাত আপনাকে দিতে হবে না। কারণ এটা বিক্রিতোক দওয়ার মাধ্যমে আপনার মালকিনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।